

স্বাধীনতার ঘোষক ও বর্তমান রাজনীতি

আইয়ুব আহমেদ দুলাল

সেই একই বিতর্ক, দেশে হোক আর বিদেশেই হোক। স্বাধীনতার ৩৫ বছর পার হয়ে গেল। কিন্তু ঘোষককে কেউই এখনো সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারল না। বিতর্ক শুরু হল কিছুদিন আগে প্রচারিত বিটিভি'র প্রামাণ্যচিত্র 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' নিয়ে। ভেবেছিলাম এটাই বোধ হয় বিতর্কের শেষ এবং সঠিক ইতিহাস। কিন্তু তার বিপরীতে পত্রপত্রিকার কলামগুলো পড়ে বা বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক শুনে সেটাকেও সঠিক হিসাবে ভাবতে পারিনি। বড় বেদনার কথা- মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম আমরা, দেশের সঠিক ইতিহাসটি আজো জানতে বা সংগ্রহ করতে পারিনি। বাংলা একাডেমীর গত বইমেলায় অনেক খুঁজেছি একটি সঠিক ইতিহাস, কিন্তু পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া নিরপেক্ষ লেখকের কোন বই নজরে পড়িনি। সুতরাং স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এখনো দেশের ইতিহাস স্পষ্ট নয়। যে যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক সে সেই দলের বক্তব্যই বিশ্বাস করে এবং অন্ধ সমর্থন দিয়ে যায়। নেপথ্যে থেকে যায় সঠিক ইতিহাস। তবে প্রকৃত ইতিহাস মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কিছুটা জানা গেলেও তাঁরা লজ্জায় নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, মুখ খুলতে চাননা। কারণ তাঁরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, লোক দেখানো সনদধারী নন। কে জানে, যদি যুব সমাজের কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমান প্রতিকৃত স্বাধীন দেশের কোন নাগরিকের আক্রোশে পড়ে, অথবা কেন বিপদ ডেকে আনবেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক-

গত কয়েকদিন আগে বিটিভি'তে নুতন ঘোষক ঘোষিকা নিয়োগের জন্যে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। বিটিভি'র অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিল। ঐ নিয়োগে যেসব প্রার্থী নিজ নিজ মেধা ও বৈশিষ্ট্যের গুণে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন তারাই হলেন ঘোষক বা ঘোষিকা। টিভিতে যাবতীয় অনুষ্ঠানমালায়, শুরুতে এবং শেষে তারা কর্তৃপক্ষের সিডিউল অনুযায়ী ঘোষণা দিয়ে থাকেন। যেমন- 'সুধী দর্শকমন্ডলী, এতক্ষণ আপনারা দেখলেন পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি "চাঁদনী রাতে বদনা হাতে"। একটু পরে আবার ঘোষণা দিল- সুধী মন্ডলী, এখন আপনারাদের জন্যে রয়েছে ধারাবাহিক নাটক "বদনার নল নাই", নাটকটি পরিবেশিত হচ্ছে -- অ-নে-ক কিছুই সৌজন্যে"। কাগজে লেখা এই ঘোষণাটুকু তারা নিজেরা আবিষ্কার করেনি, বরং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী করেছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত- ২৭শে মার্চ ১৯৭১সাল মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে ঘোষণা দিয়েছিলেন- I, Major Ziaur Rahman, do hereby declare Bangladesh Independent. এই ঘোষণা শোনার পর চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব একে খান বলেন, 'কে জিয়া, তাকে কেউ চেনে না বরং জনগণ কন্ফিউজ হবে, বিশ্বাস করবে না'। সুতরাং ঐ ঘোষণা সংশোধন করে শেখ মজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়ার জন্যে বললেন এবং জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বার সংশোধনী ঘোষণা ব্রডকাষ্ট করলেন- The govt. of the Sovereign state of Bangladesh, on behalf of our great leader, the supreme Commander of Bangladesh Sk. Mujibur Rahaman we hereby proclaim the Independence of Bangladesh. কাজেই জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এটা যেমন সত্য, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়েছেন এটাও সত্য। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে যদি টিভি কর্তৃপক্ষ ধরি তাহলে জিয়াউর রহমানকে ঘোষক বলা যাবে না কেন? আসলে আমাদের

দেশের ক্ষমতা-লিঙ্গু প্রতিহিংসা-পরায়ন রাজনৈতিক দলগুলো কেউ কারো কাছে ছোট হতে চায়না- এটাই মূল কথা। বিএনপি জিয়াউর রহমানের প্রথম ঘোষনার রেকর্ডটা বাজিয়ে বঙ্গবন্ধুর নাম উহ্য রেখে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়। আর আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় ঘোষনার রেকর্ডটা বাজাচ্ছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁকেই ঘোষক বলে দাবী করছে। কেউ কাউকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। এই আপোসহীন বিতর্কের অবসান ঘটানো দেশের দুই প্রধান প্রতিহিংসা পরায়ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বড়ই কঠিন, কারন তারা বিচার মানতে রাজী কিন্তু তালগাছ ছাড়তে রাজী নয়। বিগত সরকার (৪দলীয় জোট) সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহংকারে মেজর জিয়ার সংশোধনী ঘোষনা মেনে না নিয়ে প্রথম ঘোষনাকেই দবরদস্তী সত্য ইতিহাস বলে চালাতে চেয়েছিল (সম্ভব হলে হয়ত সংবিধানেও বড় অক্ষরে লিখে নিতো)। তাহলে প্রশ্ন হল- সংসদে অন্যান্য সংশোধনী বিল বা সংশোধনী সংবিধান এসব করার কি দরকার(?) যদি প্রথমটাই বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে! অপরদিকে বিরোধীদল আওয়ামী লীগের সকল নেত্রীবৃন্দ কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষনা দেওয়ার সময় জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ শুনেছেন কিন্তু তবুও ‘ঘোষক’ হিসাবে মানতে রাজী নয়। উপরোক্ত দেশটাকে একাত্তই নিজেদের উত্তোরাধিকার সুত্রে পাওয়া নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে প্রমান করতে চাচ্ছে। একদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় বিরোধী দলের পাঁচবছরের (১৯৯৬-২০০১) বদনাম পাঁচবছর (২০০১-২০০৬) লাগিয়েই গেয়েছেন সংকল্প অনুযায়ী। অন্যদিকে প্রাক্তন বিরোধীদলীয় নেত্রী সাংবাদিকদের ক্যামেরা ধরে ধরে তার সাথে ঝগড়া করে গিয়েছেন এবং একের পর এক হরতাল অবরোধ দিয়ে গেছেন। কিন্তু সাপও মারতে পারেননি, লাঠিও ভাঙতে পারেননি। ফলে তাদের পরস্পর বিরোধী দ্বন্দের প্রতিক্রিয়ায় নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে দেশের সাধারণ শান্তিকামী জনগন। অথচ সকল দলের রাজনীতিবিদই নিজেকে দেশপ্রেমিক হিসাবে দাবী করে। এ দাবী কতটুকু যৌক্তিক?

দেশে বিরাজমান বর্তমান রাজনীতিতে দুটি প্রধান জোটের একদিকে রয়েছে (১৪দল)- তিনমেরুর তিনজন (আ.লীগ, এলডিপি, জাতীয় পার্টি), যোগ হয়েছে ফতোয়া পার্টি (সায়খুল হাদিস)। ভিন্ন মতাদর্শের ঐ ব্যক্তিগন কখনো কখনো একজন আরেকজনকে চোর, নুস্ছো, দুর্নীতিবাজ, স্বৈরাচার, রাজাকার ইত্যাদি বলে তিরস্কার করেন। আবার সময় বুঝে হয়ে যান মাসতুতো ভাই। অন্তরঙ্গ পরিবেশে বসে তারা আবার জনস্বার্থের নামে মিটিংও করেন।

অন্যদিকে রয়েছে চার দলীয় জোট- স্বাধীনতার ঘোষক পক্ষ আর স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ এক টেবিলে। তারা দেশ নিয়ে ভাবছেন, মানুষের কথা বলছেন, নীতি, সততা ও আদর্শের কথা বলছেন। মুখে যতই আদর্শ ও সততার কথা বলেন না কেন আসলে তাদের সবারই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এক- ছারপোকা বিহীন ঐ চেয়ার, যেখানে রয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নামক আলাদীনের চেরাগ। তারা সবাই ঐ চেরাগের মজা বুঝে গেছেন। দেশ নিয়ে চলছে জুয়া। জুয়ার খোঁটে জনগন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাদের এসব কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষ চিন্তিত ও অসহায়। মিথ্যা, দুর্নীতি, অসৎ চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও তাদের ঘৃণা হয়। তারা জানে, ভুতের মুখে রাম নাম শোভা পায় না। তারা এটাও জানে যে, পঞ্চাশ কলসি ঘি মাখলেও কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় না। বিবেকবর্জিত অবিবেচক রাজনীতিবিদদের কথা এখন অনেকেই শুনতে চায়না। সত্যিকার অর্থে তারা (সাধারণ জনগন) এখন নিজের বিবেকের কাছে জিম্মি। আর তারাই দেশের শান্তি কামনা করতে পারে যাদের বিবেক আছে।

শুধু তাই নয়। আমাদের বর্তমান গৌরব, দেশের গৌরব তথা বাংলাদেশী জাতির গৌরব ড. মোহাম্মদ ইউনুস, তিনি শান্তির কথা বলেন এবং বলবেন- এটাই স্বাভাবিক। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশে রাজনৈতিক সংকট নিরসন করে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন এটা একজন নাগরিক হিসাবে অবশ্যই তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। অথচ আমাদের রাজনীতিবিদেরা সেই কথার বিপরীতে মিডিয়ার সামনে ক্যামেরার

দিকে তাকিয়ে বলেন- “তিনি শান্তির মানুষ, শান্তির কথা বলবেনই, তাই বলে কি তার কথা আমাদেরকে মানতে হবে ?” এধরনের বেমানান তাচ্ছিল্যসুলভ উক্তি যাদের মুখে শোভা পায় তারা জাতির মর্যাদা কতটুকু অক্ষুন্ন রাখবেন বোধগম্য নয়। তাদের কথায় মনে হয় ড. ইউনুস নোবেল পুরস্কার অর্জন করায় তারা ঈর্ষান্বিত। রাজনীতিবিদদের বর্তমান জোট গঠনের নমুনা দেখে মনে হয় যে, একদিন হয়ত ড. ইউনুস সাহেবের বয়ে আনা সম্মান ও গৌরবকে পদদলিত করে তারা নিজেদের স্বার্থে বা দলের স্বার্থে ব্যবহার করতেও কার্পন্য করবে না। কিন্তু আমরা তা মোটেই কামনা করি না। আমরা চাই রাজনীতিবিদগন তারা তাদের সম্মান অক্ষুন্ন রেখে নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যাবেন, মানির মান রাখবেন, অশোভন বাক্যাচার থেকে বিরত থাকবেন এবং দেশে শান্তি ও গনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। বিশ্বের বুকে হয়ত আমরা নির্ভেজাল, দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর জাতি হিসাবে পরিচিতি পাইনি এটা আমাদের দুর্ভাগ্য, কিন্তু সুন্দর শান্তিময় দেশ হিসাবে পরিচিতি পেতে চাই। অর্থাৎ আপনারা আমাদের জন্যে যে পৃথিবী তৈরী করে যাচ্ছেন তাতে বসবাস করে অন্তত যেন এতটুকু বলতে পারি যে, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে সুন্দর জাতি হতে পারিনি ঠিকই কিন্তু আমাদের একটি সুন্দর দেশ আছে।

AvBqø Avn†g` `j vj

RøvBj , tm\$w` Avi e

E-mail – ayubalibd@hotmail.com